ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

৫৮৪(আগরতলা, ১৮।।০৫)
মোহনপুর, ১৮ মে,২০১৮

অবিরাম বর্ষণে হেজামারা ব্লকে ৪ জনের মৃত্যু
মৃত পরিবারে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

মোহনপুর মহকুমার হেজামারা ব্লকে গতকাল রাতে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে বসতবাড়ী ভেঙ্গে মাটি চাপা পড়ে এক পরিবারের তিন জনের এবং অপর এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে হেজামারা ব্লকের কাম্বুকছড়া এডিসি ভিলেজের সুবলসিং বৈরাগী মুড়ার গোবিন্দ পাড়ায়। গতকাল রাতে অবিরাম বৃষ্টির ফলে বড়মুড়ার পাহাড়ের মাটি ধ্বসে পড়ে সুবল সিং বৈরাগী মুড়ার গোবিন্দ পাড়ায় সানিরাম দেববর্মার বসত বাড়ীর উপর। এতে সানিরাম দেববর্মার বসতবাড়ী ভেঙ্গে পড়ে। মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হয় সানিরাম দেববর্মা(৩৫), তার স্ত্রী অমৃতবালা দেববর্মা(৩০) এবং তাদের ছোট ছেলে অভি দেববর্মা(৩)। এই ঘটনায় সানিরাম দেববর্মার অপর ছেলে দীপঙ্কর দেববর্মা(৮) গুরুতর আহত হয়েছে। সে এখন জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সকালে এলাকাবাসীর নজরে পড়ে এই মর্মান্তিক ঘটনা। এলাকাবাসীরাই মাটি সরিয়ে মৃতদেহ তিনটি উদ্ধার করে। অপরদিকে কাম্বুকছড়া এডিসি ভিলেজের বেলফাঙে আরো এক জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম মলিন্দ্র দেববর্মা(৫০)।মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঘোষনা করেছেন মৃত পরিবারের আত্মীয়কে ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে এবং বন্যায় যাদের ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা পুনর্নির্মাণের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অবিরাম বৃষ্টিতে ত্রিপুরার বহু এলাকা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান, ত্রিপুরা সরকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের শীঘ্রই সম্ভাব্য যাবতীয় সহায়তা দেবে। ঘটনার খবর পেয়েই মোহনপুর মহকুমার শাসক প্রসূন দে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, হেজামারা ব্লক বি এ সি'র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং এলাকাবাসীর সাথে কথা বলেন। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড. সন্দীপ এন মাহাত্মেও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। মোহনপুর মহকুমা প্রশাসন থেকে মৃত ব্যক্তিদের নিকট আত্মীয়কে প্রাথমিক সহায়তা হিসাবে ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

****